জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই পৌষ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 25th Dec. 1957 | ৩১শ সংখ্যা

৪ঠা পৌষ ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই পৌষ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

ধ'রে, বেঁধে, মুখে দিবি, কোঁৎ করাবে কে!

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কমিউনিষ্ট দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিরুদ্ধ দলের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। পৃথিবীর অন্যান্য কোন কোন দেশে বিরুদ্ধ দলের নেতার বেতন দিবার নিয়মের অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহার বেতন ও ভাতা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করার জন্য আগ্রহশীল হইলেন। মাসিক বেতন ও ভাতায় ১২০০৲ টাকা অর্থাৎ এই বিধান সভার ডেপুটী স্পিকার যত টাকা পান তাই দিবার প্রস্তাব উত্থিত হইল। প্রস্তাব উত্থাপন করার মালিক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাপরে! মাসে ১২০০৲ টাকা জ্যোতি বসু পাবেন সরকারের বিরোধিতা অর্থাৎ দুস্‌মনী করিয়া! পরশ্রীকাতর লোকের পক্ষে এটা অসহ্য। বিরুদ্ধবাদীর দলের নেতা ব'লে জ্যোতি বসু ঘোষিত হইলেও বিরুদ্ধ বাদী দল তো একটি নাই বড় দল, মেজো দল, ছোট দল, স্বতন্ত্র অনেকেই আছেন। কোন কোন পরশ্রীকাতর শ্রীঅমুক, শ্রীঅমুক, শ্রীঅমুক কয়েকজন এই টাকা জ্যোতি বসুর পকেটস্থ না হওয়ার একমাত্র উপায় এই বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বসিল। তখন জ্যোতি বসু মহাশয় ইচ্ছা ইচ্ছা করছে এবং লজ্জা লজ্জাও করছে ভাবজড়িত অবস্থায় যাতে সরকারের এই বিল পাশ হইয়া যায় তাই কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দলের মুখপত্র কাগজখানিও এর জন্য যারা বাধা দিতে উদ্যত তাদের অপ্রিয় বাক্য ও নিন্দা না করিয়া ছাড়েন নাই।

সরকার দিবেন টাকা পাবেন জ্যোতি বসু এতে কারো নিজের লোকসান নাই তবে পরার্থে দশের টাকার দরদ দেখান রূপ সৎপ্রবৃত্তি। একটা গল্প শুনুন—এক কৃপণ লোক নিজে কখনও কাউকে কিছু দান করতে পারে না আবার অন্যে যদি অন্যকে কিছু দান করে সেটাও তার অসহ্য হওয়ার নিদর্শন এই গল্পটিতে আছে।

এক কৃপণ হিন্দীভাষী নিজের বাটীতে খুব ম্লান মুখে বসিয়া আছেন, তাঁর স্ত্রী তাঁর এই ভাব দেখে অনুমান করেছে যে স্বামী তো খুব সোম। কৃপণকে হিন্দীতে "সোম" বলে। সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার মুখ কেন এতো মলিন? গাঁট থেকে কিছু পড়ে গিয়েছে না কাউকে কিছু দিয়ে ফেলে এখন আপশোষ হচ্ছে? কবি এই প্রশ্ন ও উত্তর কবিতায় বর্ণনা করেছেন—

সোমকা কবিলা সোমকো পুছে
কাহে তেরা বদন মলিন্?
গাঁটসে কুছ্ গির্ গিয়া না
কিসিকো কুছ্ দিন্?

কৃপণ স্বামীর উত্তরও কবিতায় বর্ণিত হয়েছে—

গাঁটসে ভি কুছ্ গিয়া নেহি,
কিসিকো ভি কুছ্ দিন্—
এক আদমী ঔর কো দেতা
দেখ্‌কে মরা বদন মলিন!

সরকার পক্ষ জ্যোতি বাবুকে টাকাটা দিবেনই। কিন্তু ইতিমধ্যে কমিউনিষ্ট দলের পীঠস্থান পলিট বুরো এই টাকা নেওয়া অ[illegible]ধি বলিয়া ঘোষণা করায় জ্যোতি বাবু এই বিলের বিরোধিতা করিবেন। কাজেই সরকারের বিল মঞ্জুর করার উপায় কি?

হাওড়া সেওরাফুলি বৈদ্যুতিক রথ চালনার দুর্ঘটনার জন্য বিরুদ্ধদল এক মুলতুবী প্রশ্ন তুলিলেন। স্পিকার এ প্রশ্নে না ছাড়া হাঁ করেন না। না শুনিয়াই বিরুদ্ধ দল মাত্র ক্ষণেকের জন্য সভা ত্যাগ করিলেন। এই ফাঁকে বিল মঞ্জুর হ'য়ে গেল। এখন জ্যোতি বসু তো ঐ ১২০০৲ টাকা লইতে পারিবেন না একেই বলে—দাতা দেয় তো বিধাতা দেন না।

বেষ্টনীভুক্ত এলাকায় ধান্য জমি সম্পন্ন কৃষিজীবিগণ অনুমতি সহকারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল গ্রহণের ক্ষমতা

বেষ্টনীভুক্ত এলাকায় ধান্যের জমি আছে অথচ রাজ্যের অপর কোন এলাকায় বসবাস করিয়া থাকেন এরূপ কোন কৃষিজীবি অনুমতিসহকারে নিম্নলিখিত হারে তদীয় জমির ফসল লইয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

(ক) পারিবারিক ব্যবহারার্থ—জন প্রতি বৎসরে ১০ মণ ধান্য বা ৬½ মণ চাউল।

(খ) বীজের জন্য—বিঘাপ্রতি ১২½ সের ধান্য।

(গ) কৃষি শ্রমিকদের খোরাকের জন্য—বৎসরে বিঘাপ্রতি ১ মণ ধান্য।

কৃষিজীবিগণকে তাঁহাদের ধান্যের জমি, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণসহ পশ্চিমবঙ্গ চাউল এবং ধান্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৫৭-এর ক (২) ফরমে অনুমতির জন্য দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে। যে এলাকায় ধান্যের জমি অবস্থিত তথাকার পারমিট প্রদানকারী প্রাধিকারীর নিকট উক্ত দরখাস্ত করিতে হইবে।

—প্রেসনোট

গঙ্গাসাগর মেলা
সংক্রামক ব্যাধি নিরোধক ব্যবস্থাদি

১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে ২৪ পরগণা জেলায় যে গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হইবে তথায় কলেরা এবং বসন্তের প্রকোপের সম্ভাবনা নিরোধের জন্য এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কলেরা এবং বসন্তের জন্য যথাক্রমে ইন্‌জেকশন এবং টীকা লইয়া থাকিবার বৈধ সার্টিফিকেট না থাকিলে কোন যাত্রীকে ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত মেলায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

—প্রেসনোট

রাজ্যপাল সম্মেলন

গত ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে এই সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

মুর্শিদাবাদ জেলায় বসন্তের প্রকোপ

সাময়িক বিধি বিধানের মেয়াদ বৃদ্ধি

যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলায় বসন্ত রোগের প্রকোপ এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই, সেইজন্য ঐ জেলায় বসন্ত রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষেধের জন্য ১৯৫৭ সালের মে পর্য্যন্ত যে সাময়িক বিধি বিধান জারী ছিল, তাহার মেয়াদ ১৯৫৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর হইতে আরও ছয় মাসের জন্য বর্দ্ধিত করা হইল। —প্রেসনোট

শ্রীনেহেরু কর্তৃক হাওড়া ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলে উদ্বোধন

গত ১৪ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু বাষ্পীয় যুগ হইতে বিদ্যুতের যুগে ভারতীয় রেলওয়ের ঐতিহাসিক যাত্রাকে স্বাগত জানাইয়া পূর্ব রেলওয়ের বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। হাওড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে একটি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় শ্রীনেহেরু এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে পুরাতন যুগের সহিত নূতন যুগের বিবাহ বন্ধনরূপে উল্লেখ করিয়া জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করিতে রেলকর্মীদের আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, শিয়ালদহ সেকসনে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সুরু হইবে। ঐ পরিকল্পনার কোন কাটছাট হইবে না বলিয়া তিনি আশ্বাস দেন। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ

অস্থায়ী নিয়মাবলীর মেয়াদ বৃদ্ধি

বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ এখনও বর্ত্তমান থাকায় সরকার উক্ত জেলাসমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা আক্রান্ত বা আক্রান্ত বলিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণের চিকিৎসা বিষয়ে পরিদর্শন, পৃথকীকরণ, পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য জারীকৃত অস্থায়ী নিয়মাবলীর মেয়াদ ১৯৫৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর হইতে আরও তিন মাসের জন্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। —প্রেসনোট

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ

১৯৫৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

ক) ১৯৫৭-৫৮ সালে ধান্য, গম, কলাই এবং অন্যান্য ডালের ২৯,০০০ মণ বীজ সংগ্রহ এবং হ্রাস মূল্যে কৃষিজীবিগণকে বিতরণ করার জন্য সরকার কর্তৃক এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সহায়ক বাবত সরকারের ১,১২,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

(খ) ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর বাইয়োকেমিষ্ট্রী এণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের জন্য জমি গ্রহণার্থ ব্যয় বাবত সরকার উক্ত ইনষ্টিটিউটকে ১,২৫,০০০ অনুদান প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ উক্ত প্রাতিষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

(গ) এতৎ রাজ্যের বর্ত্তমান খাদ্য সংস্থাকে শক্তিশালী করা এবং ধান্য ও চাউলের সংগ্রহ এবং বেষ্টন কার্যের জন্য সরকার দুইটি উপঅধিকর্তা, একটি সহঅধিকর্ত্তা এবং কিছু সংখ্যক অন্য অধস্তন কর্মচারীর পদের জন্য অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন। —প্রেসনোট

পশ্চিমবঙ্গে বেকার

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার এক প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি প্রায় ১২ লক্ষ বেকার আছেন। উহার মধ্যে কলিকাতা ও সহর এলাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ২,৪৯,৯০০ ও অন্যান্য শ্রেণীর ২,১৫,১০০ বেকার আছেন। গ্রামাঞ্চলে কোন শ্রেণীর কত বেকার হইয়া আছেন তাহা জানা যায় নাই।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

ধুলিয়ান, দেউনাপুর, চাঁদপুর, মণ্ডাই (মুর্শিদাবাদ পার), জিওলমারী, অর্জ্জুনপুর ও শিবপুর ফেরী ঘাটসমূহ যাহা বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাস তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে তাহা বর্ত্তমান ১৩৬৪ সালের অবশিষ্ট কালের জন্য উপযুক্ত ইজারা খাজনায় ও নির্দ্ধারিত সর্ত্তাধীনে ইজারা বন্দোবস্ত জন্য গালা মোহরযুক্ত খামে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

১। ধুলিয়ান গ্রুপ অব ফেরীস্ শিরোনামাযুক্ত খামে টেণ্ডার দিতে হইবে।

২। টেণ্ডারদাতা নিজ নাম, পিতার নাম, বাসস্থানের নাম, থানা ও জিলার নাম পরিষ্কার ভাবে লিখিবেন এবং সর্ব্বোচ্চ কত টাকা ইজারা খাজনা (লাইসেন্স ফী) দিতে স্বীকার আছেন তাহা উল্লেখ করিবেন।

৩। আগামী ৩০।১২।৫৭ তারিখ দুপুর ২ ঘটিকার মধ্যে উক্তরূপ টেণ্ডার জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪। যাহার টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাহাকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আদিষ্ট তারিখ মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা দাখিল করিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মতে কবুলিয়ত (agreement) সম্পাদন ও রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। কবুলিয়তের ফরম নিম্নস্বাক্ষরকারী এবং জঙ্গীপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে দেখা যাইবে।

৫। সম্পূর্ণ টাকা এককালীন দাখিল করিবার পর নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আদিষ্ট তারিখে ফেরী ঘাটের দখল দেওয়া হইবে।

৬। জঙ্গীপুর মহকুমা শাসক কর্তৃক তাঁহার অফিসে ৩০-১২-৫৭ তারিখে দুপুর ৩টার সময় টেণ্ডার খোলা হইবে। সেই সময় টেণ্ডারদাতাগণ ইচ্ছা করিলে উপস্থিত থাকিতে পারেন।

৭। নিম্নস্বাক্ষরকারী যে কোন টেণ্ডার অথবা সমস্ত টেণ্ডার বিনা কারণ দর্শাইয়া নাকচ করিতে পারিবেন।

৮। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে বা ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক উক্ত হারের কোন পরিবর্ত্তন করা হইলে সেই পরিবর্ত্তিত হারে ঘাটের মাশুল আদায় করিতে পারিবেন। অনুমোদিত মাশুলের হারের তালিকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর আফিসে দেখা যাইবে।

৯। উক্তরূপ বন্দোবস্ত ডিভিসানাল কমিশনার সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ।

21-12-57 Sd/- B. C. Mukherjee.
এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এষ্টেট
একুইজিসন মুর্শিদাবাদ—বীরভূম।
বহরমপুর।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান ক্লাস যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, ব্লক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৷০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্,
সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত